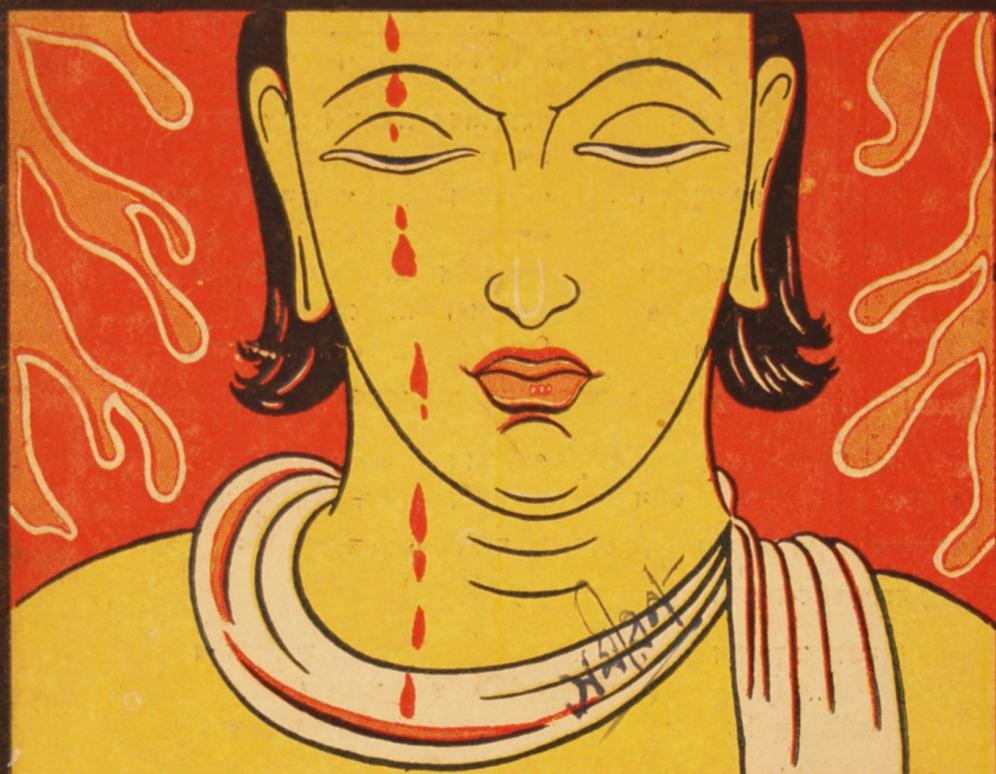


জাতোয় রাজ্যাণে অনুপ্রাণিত
মডার্ন টকিজের বাণীচির!



মাঝাম

পরিচলনা আর্দ্ধেক্ষ মুখ্যাধ্যায়

দাহিনী নিগাই ড্যুআর্ড মপো নিগাই মণিলাল

এম্ফে প্রোডাকশনস্ স্লিজ

এস কে-পারশ্মল দীপচান্দ রিলিজ

“সংগ্রামে”র সেবকসন্দ

অযোজনা
কাহিনী
ও
সংলাপ
হস্তক্ষেপ
চিরাচরণ

শিশির মরিক	শদাহুলেখন	মণি বহু ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য
{ ...	মন্দাদান	রাজেন চৌধুরী
নিতাই ভট্টাচার্য	পরিষ্কৃটনা	পঞ্চানন নন্দন
{ ...	কৃপসজ্জা	ধীরেন দত্ত
নিতাই মতিলাল	শিরনিদেশ	ভোলা ভট্টাচার্য
... প্রবেশ দান ও প্রভাত ঘোষ	ব্যবহারণা	গোরা গুপ্ত
	হির চির	কেষ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্দেকন্দু মুখোপাধ্যায়

এসেন্সিয়েলেড প্রোডাকশানস টুডিওতে আর, সি, এ শব্দবন্ধে গৃহীত
ছেলেদের ব্যায়াম শিক্ষা। রবীন সরকারের নেতৃত্বে অল স্পোর্টস ক্লাবের সভার মুক্ত
ভবনের বাড়ির বিদ্রুল শৈক্ষক ইমচল ঘেববি, এল (অমুকুল ভবন, রামবিহারি
অ্যাভিনিউ) মহাশয়ের সৌজন্যে।

সঙ্গীত তত্ত্বাবধান	গোকুল মুখোপাধ্যায়
(একই স্থানে বারিয়াছি)	সমরেশ চৌধুরী
সঙ্গীত অনুষ্ঠিত	দি ক্যালকাটা অক্সিট্রা

সহকারীবন্দ

চিত্রায়ন	প্রশাস্ত দাস	শদাহুলেখন	প্রচোত সরকার
ব্যবস্থাপনা	ক্ষাণ্ট বহু	শিরনিদেশ	মণি সামন্ত ও কালিপদ কর্মকার
পরিচালনা	হুমীল মজুমদার, বিকল্পচল চট্টাপাখায়, হুমীলরঞ্জন দাশ		

কৃপায়নে :

ছবি বিশ্বাস, রিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র
ভাই বচেন্দ্রপাধ্যায়, জীবেন বসু, সত্ত্বোষ সিংহ,
মাট্টার শন্ত, রবি রায়, সুশীল রায়,
মলিনা, সৰূজা, (এম, পি'র সৌজন্যে) সাবিত্রী, রেবা,
রূপা, অলকা, অরুণ চট্টাপাখায়, কেনেরাম বনোপাধ্যায়, মণি শীমানী, বুঁ গাঙ্গুলী,
গোরা গুপ্ত, হুমীলরঞ্জন দাশ, রাধারমণ পাল, ম্যালকম, অনিলবহু, কাণ্ট বহু,
শরৎ দাস, অচিন্ত্যকুমার, মাট্টার অমু, শৈলেন সরকার প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

সংগ্রাম

দেশের ডাকে বথন মাঝে সাড়া দেয় সে তখন এগিয়ে যায় উদ্বাম জল
শ্রেতের মত ! পিছনে পড়ে থাকে আঘাতীয় স্বজন, বন্ধু বাক্সব, দ্বী, পুত্র।

দেবৰত মুখোপাধ্যায়ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্ততম একনিষ্ঠ
সৈনিক ছিলেন। এক গুরুতর রাজনৈতিক মত-বিরোধের ফলে
ম্যাজিস্ট্রেট কালী শক্তির রায়কে হত্যা করে দেবৰত ফেরারী হন।
সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে রেস্টুনের এক রেল-হুর্কনার তিনি মারা
গেছেন। মৃত্যুকালে তিনি কোন চিহ্ন রেখে যাননি, এমন কি এক
খানা ফোটোগ্রাফও নয় ! পুলিশের রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় যে তার
ডান হাতে শুধু উকি ক'রে লেখা আছে “রাজা”। সংবাদ পত্রের
রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পুলিশের তরফ থেকেও কেসটি চাপা
পড়ে যায়।

সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমরা দেখি প্রতিপন্থুর গ্রামে স্যর বিরজা
কটন মিলের কর্ধার কাপে রাজেন চাটার্জীকে। সেদিন তাঁরই মিলের
এলাকার মধ্যে মজুরদের এক সভা বসেছিল। দোতলার জানলা থেকে
তিনি দেখেনেন এক বজ্জাকে, নাম তার সুবিমল। ভীষণ উগ্র তার বক্তৃতা,
মজুরদের অত্যন্ত উত্তেজিত ক'রে তাদের ধৰ্মসের মুখে পাঠিয়ে দিল।
উত্তেজিত জনতাকে শাস্ত করে তাদের প্রকৃত কর্মসূল নির্দেশ দিল
দিব্যেন্দু নামে আর একজন দেশ-সেবক। রাজেনবাবু ছ'জনকেই ডাকিয়ে
এনে পুলিশে দেবার ভয় দেখালেন। সুবিমল পুলিশের নাম শুনে ভয়
পেলো এবং আর কখনও সেখানে না আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে
নিষ্ক্রিয় পেলো। আর দিব্যেন্দুর নির্ভীক অস্ত্র এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে
রাজেনবাবু তার ওপর এত খুসি হলেন যে তাকে গাড়ী করে বাড়ীর
কাছ পর্যন্ত পৌছে দিলেন। দিব্যেন্দুর পরিচয়ও সব জেনে নিলেন এই
সঙ্গে যে সে ব্যক্তার ভবদেব বাঁড়ুয়ের একমাত্র নাতি, ডাক্তারী পাশ

କରେ ଠାକୁର୍ଦୀର ମଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରେ ତାର ବୋନ ମନୀଯାକେ ମଙ୍ଗେ ନିଯେ ସୁବ୍ରତେର ଆଶ୍ରମେ ଏବେ ଉଠେଛେ ।

ସୁବ୍ରତ ଛିଲ ଅଛିଂସ ଧର୍ମେର ସାଧକ, ଆର ତାର ଆଶ୍ରମେ ଚଳତ ମହାଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥେ । ସେଇ ଆଶ୍ରମେ ନେତ୍ରୀ ହଲେନ, ତାର ମା ଲୀଳା । ଏହି ଆଶ୍ରମେ ଗରୀବ ଚାକାଦେର ଲେଖାପଡ଼ା ଶେଖାନୋ ହତୋ, ଚରକା କାଟା, ପାଢ଼ିତେର ସେବା କରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଟୀର-ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଓଯା ହତୋ ।

ଜମିଦାର ଗୀଯେ ଏକଟା ଚିନିର କଳ କରଣେ ଚାନ, ତାର ଜଣ୍ଠ ଚାଇ ଜମି । ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଯେ ତିନି ପ୍ରଜାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ସେଇ ଜମି କିନିତେ ଚାନ । ଜମିଦାର ରାଜେନବାବୁର ନାନ୍ଦେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବ ନିଯେ ଏହି ସୁବ୍ରତେର କାହେ । ସୁବ୍ରତ ଏ ପ୍ରତ୍ୟାବ ଫିରିଯେ ଦିଲ ।

ପ୍ରଜାରୀ ଯାତେ କେଉ ନା ଜମି ବିକ୍ରଯ କରେ ତାର ଜୟେ ସୁବ୍ରତ ଗ୍ରାମେର ସମନ୍ତ ଚାଯିଦେର ଏକତ୍ର କରେ ଏକ ସଭା କରଲ । ସୁବ୍ରତ ତାଦେର ବୁଝିଯେ ଦିଲ ଯେ ଆଜ ଯାରା ଟାକାର ଜୟେ ବାପ ପିତାମହେର ଭିଟି ବିକ୍ରି କରଛେ କାଳ ତାରା ଗିଯେ ଦ୍ଵାଡାବେ କୋଥାଯ ? ମାଲିକେର ଲାଭେର ଅକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥେକେ କୋଟିତେ ଗିଯେ ଦ୍ଵାଡାବେ, ଫଟକା ବାଜାରେର ପାଶେ ତୈରୀ ହବେ କାଳୋ ବାଜାର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତାଦେର କୋନଦିନଇ କମବେ ନା । ଚାଯିରାଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରଲ ଯେ ଜାନ କବୁଳ—ତୁ ତାରା ଜମି ବିକ୍ରଯ କରବେ ନା । ଏଦିକେ ରାଜେନବାବୁର ଓ ଜେଦ ଚେପେ ଗେଲ ଯେ ଜମି ତିନି ନେବେନଇ—ବେମନ କରେ ହୋକ । ସେଇ ସଭାର ମଧ୍ୟେଇ ତିନି ସିପାଇ ଶାନ୍ତିଦେର ନିଯେ ସୁବ୍ରତେର ମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଦ୍ଵାଡାଲେନ । ରାଜେନବାବୁ ବଲାଲେନ ଯେ ସଭା କରେ, ଦଲ କରେ ଟାକେ ସଙ୍କଳନ୍ୟ କରତେ ପାରବେ ନା—ଜମି ତିନି ନେବେନଇ । ଚାଯିରା ଜାନାଲେ ଯେ ଏତଦିନ ତାରା ଅନେକ ଜୁଲୁମ ସରେଛେ ଆର ତାରା ସହିବେ ନା । ରାଜେନବାବୁ ସୁବ୍ରତକେ ବଲାଲେନ, ପାରବେ ତୋମାର ଚାଯିର ଦଲ ସେପାଇଦେର ଲାଟିର ସାମନେ ଦ୍ଵାଡାତେ ?

ସୁବ୍ରତେର ଦଲ ଅଟଳ, ଅଟଳ । ସୁବ୍ରତ ବଲାଲେ—ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେର ସେବକ ଆମରା ଏବଂ ଯେ ମହାଜ୍ଞାଜୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଶେ ଆମରା ଚଲି ତାତେ କାକର ମଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରା ବା ବିରୋଧ ବାଧାନୋ ଆମାଦେର ସଭାବ୍ୟ ନୟ, ରୀତିଓ ନୟ । ତବେ ସଦି ବିପଦ ଆମେ ତାତେ ଆମରା ଭୟ ପାଇନେ ।

ଏବକମ ଏକଟା ଭୟାନକ ପରିହିତ ଦେଖେ ଲୀଳା ଥିବା ପେଇେ ଛୁଟିତେ ଛୁଟିତେ ମେହି ଘଟନାହଲେ ଏମେ ସକଳକେ ନିରସ କରତେ ଗିଯେ ରାଜେନବାବୁକେ ଦେଖିଲେନ, ରାଜେନବାବୁ ଓ ଲୀଳାକେ ଦେଖିଲେନ—ଦେଖାର ମଙ୍ଗେ ମେହି ହଜନେର ଭାବାଙ୍ଗ ଦେଖା ଗେଲ—ହଜନେଇ ସଥନ ହଜନେର ପରିଚୟ ପେଲେନ ତଥନ ଲୀଳା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଁ ପଡ଼ିଲେନ । ରାଜେନବାବୁ ଦଲବଳ ନିଯେ ଫିରେ ଗେଲେନ ।

କେନ ରାଜେନବାବୁ ଆର ଲୀଳାର ଏହି ଭାବାନ୍ତର ? ଏହି ସୁବ୍ରତି ବା କେ ?

ସ୍ଵର୍ଗ ହଲୋ ଏଦେର ସଂଗ୍ରାମ । ଆର ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଯାରା ମାର୍ଗକ କ'ରେ ତୁଳଳ, ତାରା ହଲୋ ଓମରିଟ୍ୟାମ ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରବିନ୍ଦା ପ୍ରମାଦ, ଶୋ-କେମେ ସାଜାନୋ ମୋନାର ପୁତୁଳ ରାଜେନେର ମେଯେ ବିବି, ସୁଦଖୋର 'ବ୍ୟାକ୍ଷାର ଭବଦେବ ବୀତ୍ତ୍ୟେ, ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ର, ଆଶ୍ରମେ 'ଗେଷ୍ଟାପୋ ଚିକ' ରସିଦ, ପତିମେହ ବଞ୍ଚିତା ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ମନୀଯା ପ୍ରତ୍ୟତି ।

ଏଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ପରିଚୟ ପାବେନ କ୍ରପାଳୀ ପଦ୍ମିଆ ।

ଗାନ

(ମନୀଯାର ଗାନ)

ଓଗୋ ଆଲୋର ପୁଜାରୀ

ଶକ୍ତି ଦିଓ ଭକ୍ତି ଦିଓ

ଦିଓ ଦୁଦୟ ଆଲୋ କରି ॥

ଆଜି ଏ ଆଧାର ରାତେ

ଥାକବେ ତୁମି ଆମାର ସାଥେ

ତୋମାର ଆମି ସାଥୀ କରେ

ଭାସାରୁ ମୋର ଜୀବନ-ତରୀ ॥

ଜାନି ଓଗୋ ଜାନି

ନଦୀର ଟେଉସେର ଛନ୍ଦେ ତାଲେ

ଥାକବେ ତୁମି ମନେର

ସ୍ଵର୍ଗ-ପାଲେ

ତୋମାର ଆମି ସବଇ ଦିଲାମ

ପାର କର ଗୋ କାଣ୍ଡାରୀ ॥

ତୋମାର ସାଥେ ଯାଦେର ପରିଚୟ

ତାଦେର କି ଗୋ ଥାକେ କରୁ ଭୟ

ନୟକେ ଯାରା ହୟ କ'ରେ ଦେବ

ତୋମାର କ୍ରପାୟ ସନ୍ତରି

ଧରାର ବୁକେ ଶାନ୍ତି ବିଲାଓ

ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦମନ କରି ॥

(বিবির গান)

ফুল কয় ওগো চাঁদ কেন যাও
নীল নতে থাক না,
আমি যে বারিয়া যাব
বেদনা কি বোঝনা ?
তব আলো রঘে রঘে
ফোটায় মুকুল—ঘোমটা খোলে,
হাসি গান মধু ছন্দ
রাঙায় অধর নয়ন মেলে
সুখ-রজনীর সোনার স্বপন
ভেঙ্গে দিও না ॥

রক্ত রবির রঙ্গীন আঙ্গুল
তীব্র দহন ফুরায় ফাণুন
তারার মালা প্রাণের খেলা
জীবনে জীবন আলো-জ্যোছনা ।
প্রেমের পরশ জাগায় মোরে
আপনহোরা আনমনা ।

(আশ্রমের ছেলেদের গান)

আয় ভাই নতুন গান গাই
অ আ ই ঈ ।
উ উ ঝ ৯
আয় ভাই সবে মিলি
যে দিয়েছে শক্তি মোদের
তাঁর চরণে প্রগাম জানাই ॥
এ ঝি ও ঝি
গোল কোর না কেউ
তার চেয়ে মাষ্টার মশাই
চলুন এবার বেড়াতে যাই
দেহ মন থাকবে তাজা
ঘূচবে দেশের রোগ বালাই ॥

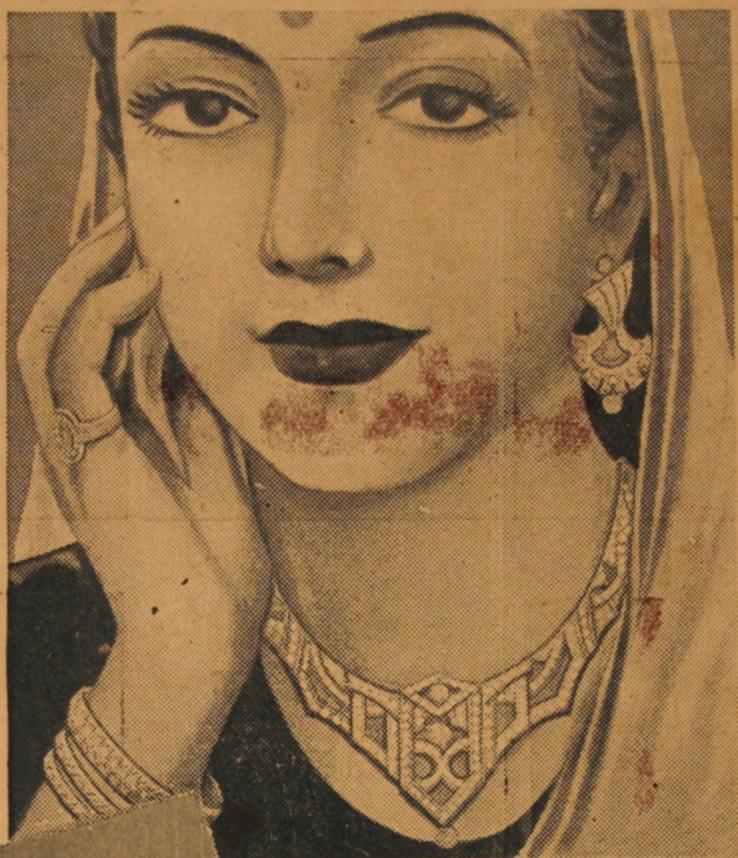
(আশ্রমের গান)

একই স্ত্রে বৌধিয়াছি সহস্রটা মন
একই কার্য্য সংপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥
আস্তুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় ।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা বঞ্চায়
অ্যুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
টুটে তো টুটক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্ ॥



“সংগ্রাম”কে
য়ারা সার্থক
করেছেন
প্রাণবন্ত
রূপায়নে—





*Choicest
JEWELLERY*

For your selection, we have always a wide range of Finest Guinea Gold and Stone-Set Jewellery to offer. Individual design is also made to please your caprice.
Making Charges Moderate.

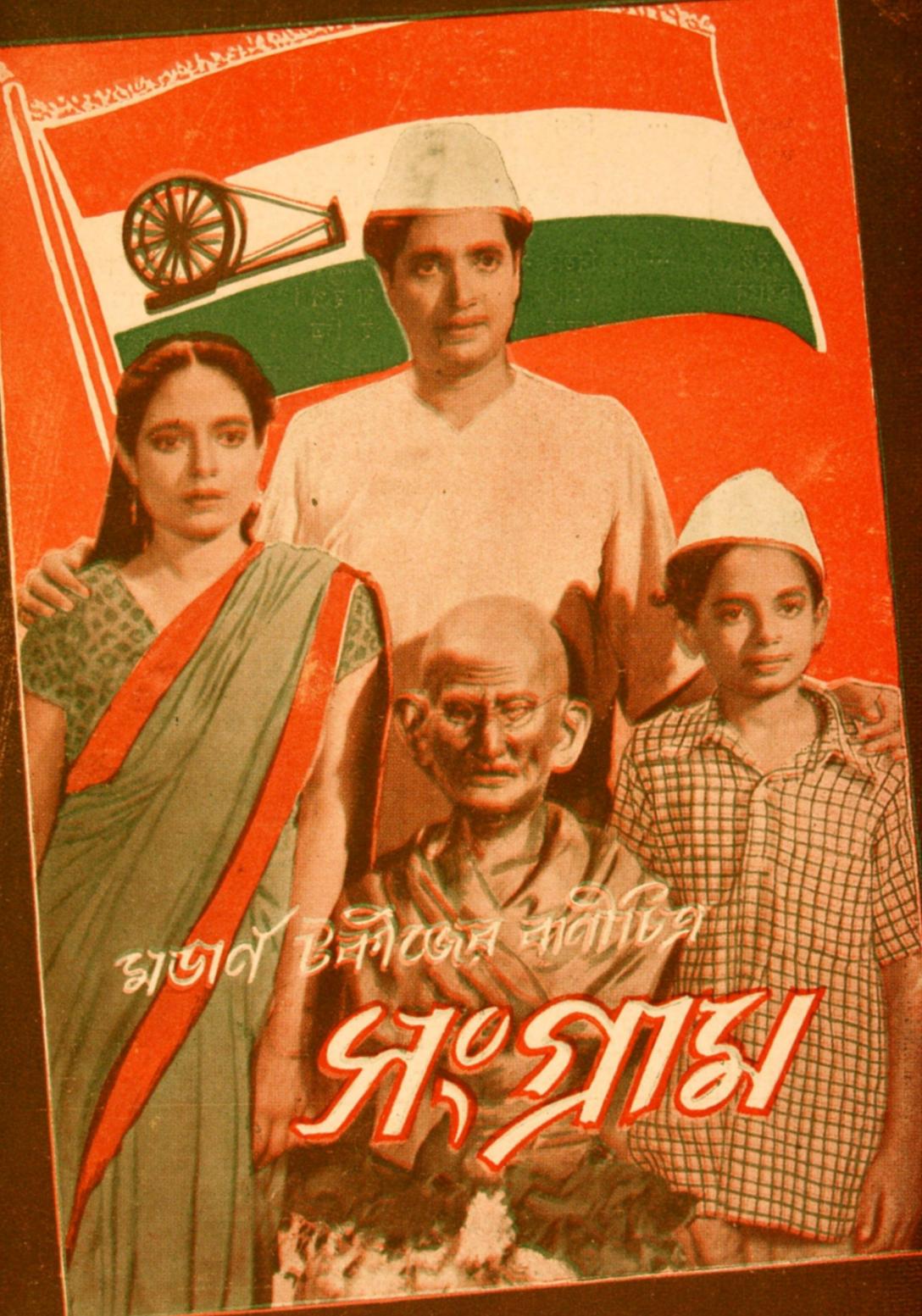
**M.B. Sirkar
& Sons**

LEADING GUINEA GOLD JEWELLERS
AND DIAMOND MERCHANTS

124, 124/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA. PHONE: B. B. 1761

৮৭, ধৰ্মতলা প্রাইটেস্ট ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্ৰিবিউটাৰ্সেৰ পক্ষ হইতে শ্ৰীরমেশ
চক্ৰবৰ্তী কৰ্তৃক প্ৰকাশিত ও ৱামদেও বা দি ন্যাশনাল
লিটাৱেচাৰ প্ৰেস, ১০৬, কটন প্রাইট হইতে মুদ্ৰিত।

মূল্য দুই আন।



ଭାରତ ଚାଲିଯାର କାନ୍ତିଚିତ୍ର

ମହାତ୍ମା

এস কে পারশগল দীপচাঁদ রিলিজ

“সংগ্রামে”র মেবকুন্ড

প্রযোজনা	...	শিশির মলিক	শক্তামুলেখন	...	মণি বহু ও ক্ষেত্র ভট্টাচার্য
কাহিনী	ও	নিতাই ভট্টাচার্য	সম্পাদনা	...	রাজেন চৌধুরী
সংলাপ	...	নিতাই মতিলাল	পরিচুর্ণনা	...	পঞ্চানন নন্দন
মুরগুষ্টি	...	প্রবোধ দাস ও	রূপমঙ্গল	...	বীরেন দত্ত
চিরায়ন	...	অভ্যাস ঘোষ	শিল্পনির্দেশ	...	ভোলা ভট্টাচার্য
		চিরায়ন	বাবস্থাপনা	...	গোরা গুপ্ত
			হিস্তি চির	...	কেষ্ট মুখোপাধ্যায়

চিরায়নটি ও পরিচালনা : অকেন্দু মুখোপাধ্যায়

এসোসিয়েটেড প্রোডাকশান্স ট্রাইটিউনে আর, সি, এ শক্তিহীন গৃহীত ছেলেদের বায়াম শিকা : রবীন সরকারের নেতৃত্বে অল স্পোর্টস ক্লাবের মন্তব্যদল স্বদেবের বাটীর বহিদৃশু শ্রীঘৃত হেমচন্দ্ৰ দেৱ বি, এল (অভুল ভৰন ঢাসবিহাৰি গ্রাহিনিউ) মহাশয়ের সৌজন্যে ।

সঙ্গীত তত্ত্বাবধান ... গোকুল মুখোপাধ্যায়
 (একই স্তুতে বিবৃত্বাত্ত্ব) সমবেশ চৌধুরী

সঙ্গীত অমুস্তিতি ... দি কালেক্টা অকেন্দ্র

সহকারীবুন্দ

চিরায়ন	...	প্রশাস্ত দাস	শক্তামুলেখন	...	প্রচোত সরকার
ব্যবস্থাপনা	...	কাস্তি বহু	শিল্পনির্দেশ	...	মণি সামান্য ও কালিপদ কৰ্মকাঠ
পরিচলনা	...	শুমীল মজুমদার	বক্ষিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, মনীলরঞ্জন দাশ		

কুপারামে :

ছবি বিশ্বাস, বিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বহু, সন্তোষ সিংহ, মাঠার শঙ্কু, রবি রায়, রুমীল রায়, মলিনা, সন্ধ্যা (এম. পির সৌজন্য), সাবিত্তী, বেবা, ঝর্ণা, অলকা, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শ. কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বই গঙ্গুলী, গোরা গুপ্ত, মনীলরঞ্জন দাশ, রাধারমণ পাল, ম্যালকম, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিল বহু, কাস্তি বহু, শরৎ দাস, অচিন্ত্যকুমার, মাঠার অনু, শৈলেন সরকার প্রভৃতি ।

সংগ্রাম

দেশের ডাকে যখন মামুয় সাড়া দেয় সে তখন এগিয়ে যায় উদ্বাম জল-শ্রোতের মত ! পিছনে পড়ে থাকে আফীয় স্বজন, বহু বান্দব, স্তৰী, পুত্র ।

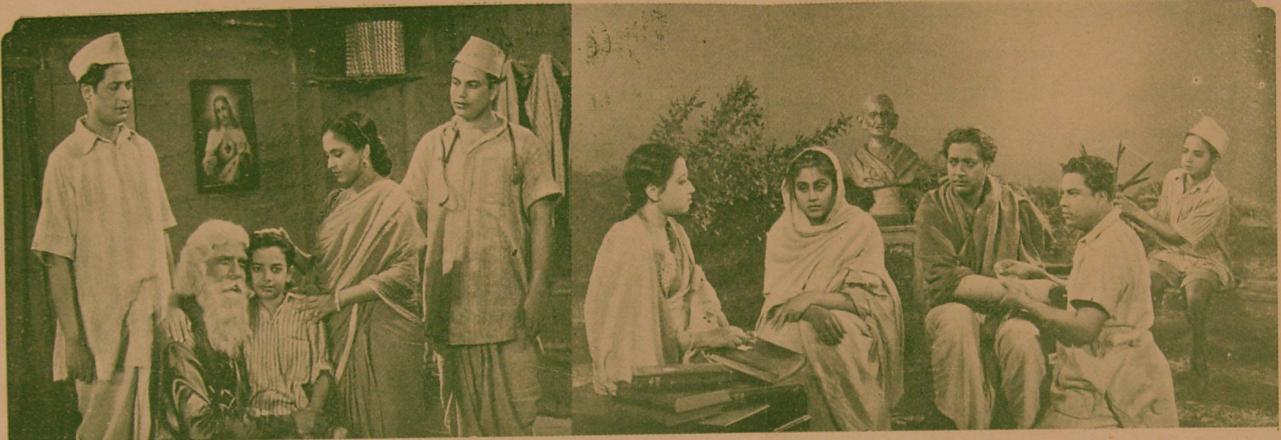
দেবৰত মুখোপাধ্যায়ও দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন । এক গুরুতর রাজজনতিক মত-বিরোধের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট কলীশক্তির বায়কে হত্যা করে দেবৰত ফেরারী হন । সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে রেঙ্গুনের এক রেল-ত্রয়টানায় তিনি মারা গেছেন । মৃত্যুকালে তিনি কোন চিহ্নই রেখে যাননি, এমন কি এক খানা কোটোগ্রাফও নয় ! পুলিশের রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় যে তার ডান হাতে শুধু উল্লিঙ্করণ ক'রে লেখা আছে “রাজা” । সংবাদ পত্রের রিপোর্টের উপর করে পুলিশের তরফ থেকেও কেসটি চাপা পড়ে যায় ।



সুলীষ সাতাশ বছর পরে আমরা দেখি প্রতাপপুর গ্রামে স্যার বিরজা কটন মিলের কর্ণধার রূপে রাজেন চ্যাটারজীকে । সেদিন তাঁরই মিলের এলাকার মধ্যে মজুরদের এক সতা বসেছিল । দোতলার জানালা থেকে তিনি দেখলেন এক বক্তাকে, নাম তার মুবিমল । ভৌমগ উগ্র তার বক্তা, মজুরদের অত্যন্ত উত্তেজিত ক'বে তাদের ধরণের মুখে পাঠিয়ে দিল । উত্তেজিত জনতাকে শাস্ত

একমাত্র
পরিবেশক :

ডিস্ট্রিবিউটরি
আফ্টিমার্কেটিংসালুট্টোর্মি



করে তাদের প্রকৃত কর্মসূলির নির্দেশ দিল দিব্যেন্দু নামে আর একজন দেশ-সেবক। রাজেনবাবু হ'জনকেই ডাকিয়ে এনে পুলিশে দেবার ভয় দেখালেন। সুবিমল পুলিশের নাম শুনে ভয় পেলো এবং আর কথনও সেখানে না আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিষ্কৃতি পেলো। আর দিব্যেন্দু নির্ভীক অন্তর এবং বিশ্বাসের মৃচ্ছা দেখে রাজেনবাবু তার ওপর এত খুসি হলেন যে তাকে গাড়ী করে বাড়ীর কাছ পর্যন্ত পৌছে দিলেন। দিব্যেন্দুর পরিচয় ও সব জেনে নিলেন এই সঙ্গে যে সে ব্যাক্তির ভবদ্বেব বাড়ুঘোর একমাত্র নাতি, ডাক্তারী পাশ করে ঠাকুরীর সঙ্গে ঝগড়া করে তার বোন মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রতের আশ্রমে এসে উঠেছে।

সুব্রত ছিল অধিঃস ধর্মের সাধক, আর তার আশ্রম ও চলত মহাঞ্চা গান্ধীর নির্দিষ্ট পথে। সেই আশ্রমের নেতী হলেন তার মা লীলা। এই আশ্রমে গরীব চারাদের লেখাপড়া শেখানো হতো, চৰকা কাটা, পীড়িতের সেবা করা এবং অচ্যান্ত কুটির-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো।

অমিদার গায়ে একটা চিনির কল করতে চান, তার জন্য চাই জমি। উপর্যুক্ত

মূল্য দিয়ে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে সেই জমি কিনতে চান। অমিদার রাজেনবাবুর নায়েব এই প্রস্তাব নিয়ে এল সুব্রতের কাছে। সুব্রত এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল।

প্রজারা যাতে কেউ না জমি বিক্রয় করে তার জন্যে সুব্রত গ্রামের সমস্ত চারীদের একত্র করে এক সভা করল। সুব্রত তাদের বুঝিয়ে দিল যে আজ

যারা টাকার জন্যে বাপ পিতামহের ভিটে বিক্রী করছে কাল তারা গিয়ে দাঢ়াবে কোথায়? মালিকের লাভের অঙ্ক লক্ষ থেকে কোটিতে গিয়ে দাঢ়াবে, ফাটকা বাজারের পাশে তৈরী হবে কালো বাজার, কিন্তু হংখ তাদের কোনদিনই করবে না। চারীরাও প্রতিজ্ঞা করল যে জান কবল—তবু তারা জমি বিক্রয় করবে না। এদিকে রাজেনবাবুও জেদ চেপে গেল যে জমি তিনি নেবেনই—যেমন করে হোক। সেই সভার মধ্যেই তিনি সিপাহি শাস্ত্রীদের নিয়ে সুব্রতের মুখোয়াথি এসে দাঢ়ালেন। রাজেনবাবু বললেন যে সভা করে, দল করে, তাঁকে সঞ্চলচ্যুত করতে পারবে না—অর্থাৎ তিনি নেবেনই। চারীরা জানালে যে এতদিন তারা আনেক জুলুম সয়েছে আর তারা সইবে না। রাজেনবাবু সুব্রতকে বললেন, পারবে তোমার চাহীর দল সেপাইদের লাঠির সামনে দাঢ়াতে?

সুব্রতের দল অচল, অটল। সুব্রত বললে—যে প্রতিষ্ঠানের সেবক আমরা এবং যে মহাঞ্চাজীর নির্বিশে আমরা চলি তাতে কারুর সঙ্গে বিবোধ করা বা বিবোধ বাধানো আমাদের স্বত্ত্বাবও নয়, বীতিও নয়। তবে যদি বিপক্ষ আলে তাতে আমরা স্বয়ং পাইনো।

এৰকম একটা ভয়ানক পৰিস্থিতি দেখে লীলা খবৰ পেয়ে ছুটতে ছুটতে দেই
ষটনাহলে এমে সকলকে নিৰস্ত কৰতে গিয়ে রাজেনবাবুকে দেখলেন,
রাজেনবাবুও লীলাকে দেখলেন—দেখাৰ সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেৰ ভাবাস্তৱ দেখা
গেল—দুজনেই যথন দুজনেৰ পৰিচয় পেলেন তথন লীলা মুছিত হয়ে পড়লেন।
রাজেনবাবু দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন।

কেন রাজেনবাবু আৱলীলাৰ এই ভাবাস্তৱ ? এই হৃততই বা কে ?

সুক্ষ হলো এদেৱ সংগ্ৰাম। আৱ এই সংগ্ৰাম যাবা সাৰ্থক ক'ৰে তুলল,
তাৱা হলো ওমৰথৈবাম নামে প্ৰসিদ্ধ শৰ বিৱজা প্ৰসাদ, শো-কেলে সাজানো
দোনাৰ পৰ্তুল রাজেনৰ মেয়ে বিবি, সন্দৰ্ভৰ ব্যাঙ্কাৰ ভবদেৱ বাড়্যে, মদ্যপ
শ্ৰিবশঙ্কৰ, আশ্রমেৰ ‘গোটাপো টীক’ রসিদ, পতিস্থেহ বঞ্চিতা নিৰ্যাতিতা
মনীয়া প্ৰভৃতি।

এদেৱ প্ৰত্যেকেৱই পৰিচয় পাবেন রূপালী পৰ্দায়।



গান

(মনীষাৰ গান)

ওগো আলোৰ পূজাৱী
শক্তি দিও ভক্তি দিও
দিও হৃদয় আলো কৰি ॥

আজি এ আঁধাৰ রাতে
থাকবে তুমি আমাৰ সাগে
তোমায় আমি সাগী কৰে
তাৰামুৰ মোৰ জীবন তৱী ॥

জানি ওগো জানি
নদীৰ চেউয়েৱ ছন্দে তালে
থাকবে তুমি মনেৰ
সুক্ষ-পালে

তোমায় আমি শবই দিলাম
পার কৰ গো কাণ্ডাৰী ॥

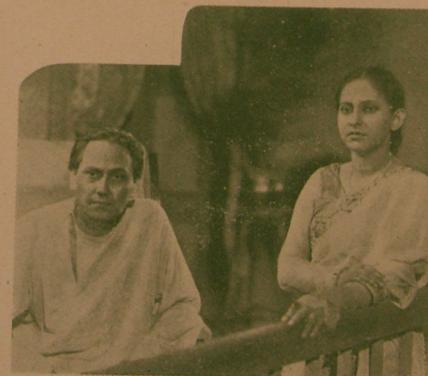
তোমার সাগে যাদেৱ পৰিচয়
তাদেৱ কি গো থাকে কভু ভয়

নৱকে যাবা হয় ক'ৰে দেয়
তোমার কৃপায় সন্তুষি
ধৰাৰ বুকে শাস্তি বিলাও
অ্যাচারী দমন কৰি ॥

(বিবিৰ গান)

ফুল কয় ওগো টান কেন যাও
নীল নভে থাক না,
আমি যে ঝিৱিয়া যাব
বেদনা কি বোঝনা ?

তব আলো রয়ে রয়ে
ফোটায় মুকুল—বোমটা খোলে,
হাসি গান মধু ছন্দ
রাঙ্গায় অধৰ নয়ন মেলে
মুখ-রজনীৰ সোনাৰ স্বপন
ভেঙ্গে দিও না ॥



রক্ষ বিবির রক্ষীন আ গুণ
 তীব্র দহন ফুরায় ফাণুন
 তাৰার মালা প্রাণেৰ খেলা
 জীবনে জীবন আলো-জ্যোছনা ।
 প্ৰমেৰ পৰশ আগায় মোৱে
 আপনহারা আনমন ।

(আশ্রমেৰ ছেলেদেৱ গান)

আয় ভাই নতুন গান গাই
 অ আ ই ঈ ।
 উ উ ঝ ॥
 আয় ভাই সবে মিলি
 যে দিয়েছে শক্তি মোদেৱ
 তাঁৰ চৱণে প্ৰণাম জানাই ॥
 এ ঐ ও ক্ষ ।
 গোল কোৱ না কেউ

তাৰ চেয়ে মাটোৱ মশাই
 চলুন এবাৰ বেড়াতে বাই
 দেহ মন থাকবে তাজা
 ঘূচৰে দেশেৱ রোগ বালাই ॥

(আশ্রমেৱ গান)

একই স্তৰে বাধিয়াছি সহস্রটী মন
 একই কাৰ্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
 বন্দে মাতৱম, বন্দে মাতৱম ॥
 আশুক সহস্র বাধা বাধুক প্ৰলয়
 আমৱা সহস্র প্ৰাণ রহিব নিৰ্ভয় ।
 আমৱা ডৱাইব না ঘটাকা ঘঞ্চায়
 অযুত তৱঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়
 টুটে তো টুটুক এই নশৰ জীবন
 তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
 বন্দে মাতৱম, বন্দে মাতৱম ॥

সিলে প্ৰোডিউসাসেৱ
 আগামী বাংলা ছৰি

গুৱাহাটী

পৰিচালক : গুণমন্ত্ৰ বন্দেয়াপাঞ্জান্ত্ৰ
 ভূমিকাৱ :—গলিনা, প্ৰমীলা, ত্ৰিবেদী, জহুৰ, কমল মিত্ৰ,
 সন্তোষ সিংহ, মঙ্গল চক্ৰবৰ্তী, বেচু সিংহ, ফণী রায়, রাজলক্ষ্মী ।
 পৰিবেশক—প্ৰাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

Printed by the Imperial Art Cottage, Calcutta.

মূল্য দুই আনা ।